সুখবর

30 MARCH 2018

জীবনে ফেরার গল্প প্রস্টেট আড্ডায়

নবতীপর চিকিৎসক অসীম দত্ত এখন সম্পূর্ণ ফিট। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করছেন নিজের চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। অথচ বছর পাঁচেক আগে ডাক্তারবাবুর কাছের লোকেরা ওনার জন্য ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ডা. দত্ত অবশ্য কোনও কিছুতেই ভেঙে পড়েন না। ২০১৪ সালে যখন কোমরের ভয়ানক ব্যথা আর প্রস্রাবের সমস্যায় কাবু, তখন তিনি রীতিমতো নেপালের মেডিক্যাল কলেজে ক্লাস নিচ্ছেন। টেলিফোনে কলকাতায় যোগাযোগ করেন প্রিয় ছাত্র ইউরোলজিস্ট ডা. অমিত ঘোষের সঙ্গে। উপসর্গ শুনে প্রস্টেট ক্যানসার ফাউন্ডেশনের এই চিকিৎসক ওনার মাস্টারমশাইকে দ্রুত তাঁর কাছে আসার অনুরোধ জানান। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায়, ডা. অসীম দত্তর প্রস্টেট ক্যানসার বেশ অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছে গেছে। এখনই ক্যানসারযুক্ত প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বাদ না দিলে সমূহ বিপদ। ডা. দত্তর বয়স তখন ৮৮। বাড়ির সকলে ভয় পেলেও অকুতোভয় এসএসকেএম হাসপাতালের এই প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা নিজের কৃতী ছাত্র ডা. অমিত ঘোষের ওপর। সার্জারি করে ক্যানসার বাদ দিয়ে পুরোপুরি ক্যানসার মুক্ত ডা. দত্ত এখন পুরো ফিট। ঠিক এরকমই আর একজন মানুষ পুণার সুপ্রিয় দত্ত। কলকাতায় এসে প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়ায় প্রাথমিক ভাবে ঘাবড়ে গেলেও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি। রোবোটিক সার্জারির সাহায্যে ক্যানসারকে পরাজিত করে এখন পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখানেও পরিত্রাতা সেই ইউরোসার্জন ডা. অমিত ঘোষ। সম্প্রতি কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে বেঙ্গল ইউরোলজি ট্রাস্টের প্রস্টেট ক্যানসার ফাউন্ডেশন ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল অভিনব প্রস্টেট আড্ডার। সেখানেই জানা গেল ক্যানসারকে জয় করার ঘটনা। ডা. অমিত ঘোষ জানালেন, যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা করলে প্রস্টেট ক্যানসার নির্মূল করা কঠিন নয়। তবে দরকার সচেতনতার। ৫০ উত্তীর্ণ প্রত্যেক পুরুষেরই উচিত বছরে একবার প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানো। অনুষ্ঠানটিতে হাজির ছিলেন ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডা. অভিষেক বসু।

○ লেখা ও পরিকল্পনা : সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়